চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
জনসংযোগ শাখা
প্রেস বিজ্ঞপ্তি

৪ এপ্রিল ২০১৭ খ্রি.

চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারকারী শ্রমিক-কর্মচারী লীগ রেজি নং-২৭৪৭ (সিবিএ)
এর সাধারণ সভায় মাননীয় মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন
ন্যায়সঙ্গত দাবী বাস্তবায়নের জন্য শ্রমিকদের ঐক্য প্রয়োজন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেছেন, বিশ্বের অন্যান্য বন্দরের তুলনায় চট্টগ্রাম বন্দর এর সক্ষমতা ৯৮ তম স্থান থেকে উত্তোরন ঘটিয়ে বর্তমানে ৭৬ তম স্থানে এসেছে। চট্টগ্রাম বন্দরের এই সক্ষমতা বৃদ্ধির পেছনে শ্রমিক কর্মচারীদের ভূমিকাই মূখ্য। মেয়র শ্রমিকদের ঐক্য প্রত্যাশা করে বলেন, ন্যায়সঙ্গত দাবী বাস্তবায়নের জন্য শ্রমিকদের ঐক্য প্রয়োজন। মামলা, মোকদ্দমা বা আন্দোলন-সংগ্রাম মূখ্য বিষয় নয়। শ্রমিক ঐক্যবদ্ধ থাকলে সকল অধিকার আদায় করা সম্ভব। জনাব আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেন, চট্টগ্রাম বন্দর সচল থাকলে দেশও সচল থাকবে। যাদের দেশপ্রেম আছে, তারা নিজেদের ক্ষতি করতে পারে না। একটি স্বার্থান্বেষী মহল কতিপয় শ্রমিক-কর্মচারীকে পূজিঁ করে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপপ্রয়াসে লিপ্ত। তারা চট্টগ্রাম বন্দরের সুনাম ও সুখ্যাতি এবং দেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকা শক্তি চট্টগ্রাম বন্দরকে প্রশ্নবিদ্ধ করার অপপ্রয়াস চালিয়ে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করছে। এ ধরনের দেশপ্রেম বিবর্জিত কাজে যারা লিপ্ত তাদের বিষয়ে শ্রমিক কর্মচারীদের সজাগ ও সচেতন থাকতে হবে। তিনি বলেন, নেতৃত্বকে ব্যক্তির স্বার্থে নয়, শ্রমিকশ্রেণী, দেশ ও জাতির স্বার্থে নিয়োজিত রাখতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে মেয়র বলেন, ‘বন্দর শ্রমিকদের ব্যবহার করে ভাগ্য পরিবর্তনের কোন অভিলাষ অতিতে আমার ছিল না, বর্তমানে নেই, ভবিষ্যতেও থাকবে না। অনেক বন্ধুর পথ অতিক্রম করে বর্তমান অবস্থানে আছি। আমার সবকিছুর পেছনে জাতির জনকের কন্যা, বাংলার প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। যতদিন বেঁচে থাকব দেশ ও আদর্শের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করে যাব’ । যারা নিজেদের স্বার্থে সরকার, দেশ ও দলের স্বার্থ বিসর্জন দেয় তাদের চরিত্র সম্পর্কে আমাদের সকলকে সজাগ ও

সচেতন থাকতে হবে। তিনি শ্রমিক নেতৃত্বে আসিনদের উদ্দেশ্যে বলেন, ঐক্যবদ্ধ থাকলে অসম্ভবকে জয় করা সম্ভব হবে। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ তাদের নিয়ম অনুযায়ী চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারকারী শ্রমিক-কর্মচারী লীগ রেজি নং ২৭৪৭-কে শ্রম শাখায় সংযুক্ত করে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে বাধ্য হবে। মেয়র বলেন, ডক শ্রমিক, মার্চেন্টস শ্রমিক, ষ্টীভিডোরিং স্টাফ, ল্যাসিং-আনল্যাসিং শ্রমিক ও উন্সম্যান বা ক্রেন অপারেটর শ্রমিকদের সম্মিলিত এ সংগঠনের পাশে থেকে সকল ধরনের সহযোগিতা অব্যাহত রাখা হবে। ৪ এপ্রিল ২০১৭ খ্রি. মঙ্গলবার সকালে নগরীর নিমতলা বিমান চত্বরে ডক শ্রমিক, মার্চেন্টস শ্রমিক, ষ্টীভিডোরিং স্টাফ, ল্যাসিং-আনল্যাসিং শ্রমিক ও উন্সম্যান বা ক্রেন অপারেটর শ্রমিকদের সম্মিলিত সংগঠন চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারকারী শ্রমিক-কর্মচারী লীগ রেজি নং -২৭৪৭ (সিবিএ) এর বিশাল সাধারণ সভায় প্রধান অতিথির ভাষনে মেয়র এ সব কথা বলেন। সাধারণ সভাটি বিশাল শ্রমিক সমাবেশে রূপ লাভ করে। সংগঠনের সভাপতি মো. মীর নওশাদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় শ্রমিক লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সফর আলী, চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামীলীগের উপদেষ্টা শেখ মাহমুদ ইসহাক, জাতীয় শ্রমিক লীগ চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি বখতিয়ার উদ্দিন খান, অত্র সিবিএ’ র সাধারণ সম্পাদক মো. আলমগীর। সিবিএ’ র যুগ্ম সম্পাদক আবু বক্কর চৌধুরী ও হাজী মো. নাসির এর উপস্থাপনায় অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কার্যকরী সভাপতি মো. কামাল, সিনিয়র সহ সভাপতি নুরুল আবছার, নুরুল আমিন ভূইয়া, মো. দুলাল মিয়া, হাজী আইয়ুব দোভাষ, সহ সভাপতি আবদুল গফুর, হুমায়ুন কবির, জহিরুল ইসলাম, যুগ্ম সম্পাদক উৎপল বিশ্বাস, শহীদুল্লাহ, আমিনুল ইসলাম, সহ সম্পাদক আল বাতেন, জানে আলম, ইলিয়াছ আলম, নুর করিম, সাংগঠনিক সম্পাদক সোহেল চৌধুরী, যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক আলমাস উদ্দিন, মো. নাছির, অর্থ সম্পাদক আলী আকবর, দপ্তর সম্পাদক মো. সেলিম, যুগ্ম দপ্তর সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, শ্রম ও সদস্য কল্যান সম্পাদক মো. জাহেদ, যুগ্ম শ্রম ও সদস্য কল্যান সম্পাদক শফিকুল ইসলাম, মো. লোকমান, শাহ আলম, আবুল কাসেম, আবদুল মতিন, দিদারুল আলম ও আবুল হোসেন। সাধারণ সভায় সংগঠনের পক্ষ থেকে শ্রমিকদের দাবী সমূহ উত্তাপন করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মো. আলমগীর। তিনি তাদের দাবীতে ইতিপূর্বে সম্পাদিত চুক্তি এবং বন্দর কর্তৃপক্ষের সার্কুলার মোতাবেক বন্দরের বহি:নোঙ্গরে ডক শ্রমিক, ষ্টীভিডোরিং স্টাফ নিয়োগকরণ, শ্রমিক কর্মচারীদের ওয়ারিশ নিয়োগের বিষয়টি বাস্তবায়নকরণ, প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা পরিশোধ করন, ক্রেন অপারেটরদের বন্দরের শ্রম শাখায় অন্তর্ভূক্তকরণ, জেনারেল কার্গো বার্থে কর্মরত ডক শ্রমিকদের টনিজ ভিত্তিতে মজুরী নির্ধারন, এনসিটি ও সিসিটি বার্থে ল্যাসিং আনল্যাসিং শ্রমিকদের ৩ শিফট চালু করণ, মার্চেন্ট শ্রমিকদের কর্মঘন্টা নির্ধারন, এলসিটি ও সিসিটি বার্থে ডক শ্রমিক

নিয়োগকরণ, বন্দর অভ্যন্তরে সকল শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য শৌচাগার সুবিধা এবং বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থাকরণ, সিবিএ' র জন্য বন্দর কর্তৃপক্ষের জায়গায় অফিস কার্যালয় বরাদ্দ করার বিষয়গুলো মেয়র বরাবরে উপস্থাপন করেন। মেয়র ন্যায়সঙ্গত দাবী বাস্তবায়নে বন্দর কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় সাধন করবে বলে শ্রমিকদের আশ্বস্থ করেন।

৪ এপ্রিল ২০১৭ খ্রি.

মাননীয় মেয়র এর সাথে মতবিনিময় করলেন
রিক্সা চালক ও মালিক শ্রমিক লীগ এর নেতৃবৃন্দ

৪ এপ্রিল ২০১৭ খ্রি. মঙ্গলবার, বিকেলে চসিক কে বি আবদুচ ছত্তার মিলনায়তনে রিক্সা চালক ও মালিক শ্রমিক লীগ এর নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময়কালে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেছেন, চট্টগ্রাম নগরীর যান চলাচল স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে এবং যানজট নিরসনে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নগরীতে বিদ্যমান প্যাডেল চালিত রিক্সার প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয়ে জরিপ পরিচালনা করছে। বৈধ এবং অবৈধ রিক্সার সঠিক সংখ্যা নির্ধারনের পর ম্যাজিষ্ট্রেটের মাধ্যমে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হবে। মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে নগরীতে অবৈধ রিক্সা চলাচল বন্ধ করা হবে। মতবিনিময়কালে রিক্সা চালক ও মালিক শ্রমিক লীগ এর সভাপতি মো. রফিক এবং সাধারন সম্পাদক স্বপন বিশ্বাস মেয়র বরাবরে একটি স্মারকলিপি হস্তান্তর করেন। তারা স্মারকলিপিতে অবৈধ রিক্সা চলাচল বন্ধ করার জন্য মেয়রের হস্তক্ষেপ কামনা করেন। মতবিনিময় সভায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ৩৩ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর হাসান মুরাদ বিপ্লব,সচিব মো. আবুল হোসেন, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা ড.মুহম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, রিক্সা চালক ও মালিক শ্রমিক লীগ এর উদয়ন বড়ুয়া, রঞ্জিত পালিত, মো. জাহাঙ্গীর মিয়া, বিপ্লব সুত্র ধর, সালাউদ্দিন সোহাগ, লিটন ধর, দুলাল চন্দ্র লাল, জহির, আবদুল আজিজ, আবদুল মতিন, নজরুল মিয়া সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদদাতা
মো. আবদুর রহিম
জনসংযোগ কর্মকর্তা